সংবাদ

তারিখ 17 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা কার্যক্রম তদারকির জন্য

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে সরকার

○ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ফাজিল ও কামিল স্তরের মাদ্রাসার অধিভুক্তি প্রদান, একাডেমিক কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা এবং সর্বোপরি বিদ্যমান এই স্তরের প্রায় ১৭শ' মাদ্রাসার কার্যক্রম তদারকির জন্য সরকার 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এই প্রতিষ্ঠানটি ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার অধিভুক্তি প্রদান, প্রয়োজনে অধিভুক্তি বাতিল, একাডেমিক কার্যক্রম মনিটরিং এবং সার্টিফিকেট প্রদান করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রাথমিক পর্যায়ে ৯২ জন জনবল নিয়ে ইসলামী আরবি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হবে। এক বছরের বেতন বাবদ তাদের জন্য ব্যয় হবে দুই কোটি ২৪ লাখ ১৮ হাজার ৭৪০ টাকা। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় আরও খরচ হবে দুই কোটি ৫৭ লাখ টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয় হবে চার কোটি ৮১ লাখ ১৮ হাজার ৭৪০ টাকা। গতকাল মন্ত্রিসভায় 'ইসলামী আরবি (এফিলিয়েটিং) বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২'র নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এ জাতীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের মানুষ দীর্ঘদিন

মন্ত্রিসভায় : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

মন্ত্রিসভায় : অনুমোদন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ধরে দাবি জানিয়ে আসছে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, ভেটিংয়ের (মতামত) জন্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইনটিকে এখন আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আইনটিকে পুনরায় মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে। জানা যায়, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠন 'বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের নেতারা গত বছরের ২০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত বছরের ১১ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেন। এই নির্দেশনা পাওয়ার পর জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে একটি 'ইসলামী আরবি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) দায়িত্ব দেয়া হয়। ইউজিসিও যথাসময়ে খসড়া প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করে। পরে খসড়া আইন সম্পর্কে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং জমিয়াতুল মোদারেছীনের মতামত গ্রহণ করা হয়।

পরবর্তীতে গত ১৭ জুন শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক সভায় খসড়া আইনটি আরও পরিমার্জন করা হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জনবল ও আর্থিক সংশ্লেষ নির্ধারণের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (কারিগরি ও মাদ্রাসা) আহ্বায়ক করে দু'টি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিগুলোর প্রতিবেদন পাওয়ার পরই খসড়া আইনটি নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রিসভায় 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০১২'র খসড়া অনুমোদন হয়েছে। গত ৮ থেকে ১১ এপ্রিল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের ব্রুনাই সফর এবং গত ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল টাইগার ইনিশিয়েটিভ'র মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় অবহিত করা হয়েছে। মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া জানান, ব্রুনাইয়ে বর্তমানে দশ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছে। সেখানে আরও বাংলাদেশি শ্রমিক পাঠানোর বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, এ আইনটি প্রণীত হয় ২০০১ সালে। ২০১১ সালে এর কিছুটা সংশোধন করা হয়। এবারও কিছু বিষয় সংশোধন করা হচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে ছয় লাখ ৬০ হাজার একর অর্পিত সম্পত্তি আছে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদনের সময় ১৮০ দিন থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০ দিন করা হয়েছে সংশোধনী আইনে।